মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি (সিঙ্গাপুর) ঃ মার্চ ১৩, ২০১৮

বাংলাদেশে এলএনজি টার্মিনাল এবং এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্প বাস্তবায়নে সামিটের সাথে মিতসুবিশি কর্পোরেশনের তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমঝোতা চুক্তি সই

ফটো ক্যাপশন: *মাতারবাড়ীতে ২৪০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল বাস্তবায়নে সামিট কর্পোরেশন লিমিটেড (সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের সহযোগী প্রতিষ্ঠান) এবং সামিট হোল্ডিংস লিমিটেডের সাথে মিতসুবিশি কর্পোরেশন এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ডায়মন্ড গ্যাস ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের সমঝোতা চুক্তি সই। (বাম থেকে) সামিট হোল্ডিংসের ডিরেক্টর লতিফ খান, সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান, মিতসুবিশি কর্পোরেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তেতসুজি নাকাগাওয়া এবং ডায়মন্ড গ্যাস ইন্টারন্যাশনালের চীফ এক্সিকিউটিভ রয়োস্কে সুগারু।*

আজ সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের (SPI) সহযোগী প্রতিষ্ঠান সামিট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং সামিট হোল্ডিংস লিমিটেডের সাথে মিতসুবিশি কর্পোরেশন এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ডায়মন্ড গ্যাস ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের একটি সমঝোতা চুক্তি সই হয়েছে। মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ইউনিয়নে এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এই চুক্তিতে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য মন্ত্রী লিম হাং কিয়াং-এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর বিজনেস ফোরাম ২০১৮ অনুষ্ঠানে এই সমঝোতা চুক্তিটি সই হয়।

সমঝোতা চুক্তিতে, দৈনিক ১,৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন সক্ষমতার একটি অন-শোর রিসিভিং টার্মিনাল নির্মাণ, দুটি ১,২০০ মেগাওয়াট ইউনিটের (মোট ২,৪০০ মেগাওয়াট) গ্যাস টারবাইন কম্বাইন্ড সাইকেলের বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন, আনুষঙ্গিক উচ্চ ভোল্টেজের সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং এলএনজি আমদানি করতে উভয়পক্ষই সম্মত হয়েছে।

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান বলেন, "জিই, ওয়ার্টসিলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সামিটের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক আছে। এর পাশাপাশি আজ যোগ হলো মিতসুবিশি কর্পোরেশন এবং ডায়মন্ড গ্যাস ইন্টারন্যাশনাল। এই চুক্তিটি সামিটকে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সংশ্লিস্ট প্রযুক্তির চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে। মিতসুবিশির সাথে এই চুক্তিটি সামিটের জন্য কৌশলগতভাবেই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে কেননা মিতসুবিশির রয়েছে এলএনজি, এলএনজি-টু-পাওয়ার আর মহেশখালি এবং বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদার জ্ঞান। দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতি পূরণে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে, বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত এলএনজি নীতিমালার ফলশ্রুতিতে এই প্রতিষ্ঠান দুটি কার্যকরি ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি।"

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে বিস্তারিতঃ

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে উন্নতমানের বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নিজ মালিকানাধীন প্রকল্প পরিচালনায় শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। সামিট ১৯৯৭ সালে, বাংলাদেশে সহ-পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বপ্রথম ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করে। সামিট পাওয়ার দেশটির সবচেয়ে বড় স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি (IPP) প্রতিষ্ঠান যা দেশটির বেসরকারি খাতে ২১% বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

অবকাঠামো খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নই সামিট পাওয়ারের প্রধান লক্ষ্য। এজন্য সামিট ২০১৩ থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে ৪ বার সেরা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির পাওয়ার প্ল্যান্ট পরিচালনায় সামিটের সুনাম এবং অভিনব অভিজ্ঞতা রয়েছে।

বিস্তারিত জানার জন্যঃ http://summitpowerinternational.com/

বিস্তারিত তথ্যের জন্যঃ

মোহসেনা হাসান | ইমেইল-mohsena.hassan@summit-centre.com | মোবাইল- ০১৭১৩০৮১৯০৫